১

কত কী চেয়েছ দূরের কাছে যার জিভ আছে তার স্বাদ রাবার দিয়ে মুছে একদিন মনে হয়েছিল ফোর হুইলার লেবু বাজার থেকে কিনে তোমার সঙ্গে জড়িত কোনো আলো টক হয়ে গেলে দূরের গায়ে তুমি এক নিমেষেই উঠে যেতে পারো আমার জন্য এখনও তুমি বিনা চিনির রিকশা ডেকে আনতে পারো

নাম আছে খুব এমন পথে চলতে শুরু করলে নিজের ভেতরে সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বিড়ালে কখনও ডেকে উঠতে হবে ভেবে সূর্যের কাদা পায়ে লেগে একের পর এক অল্প পায়ে পায়ের অক্ষর একটুও না বদলে কেমন করে জানি না বাজার ছিঁড়ে গেল গড়িয়ে পড়া রস আবার আগের মতো ছিঁচকে চোর হয়ে গেল

এরকম স্বাভাবিক দিনেই জিভের চলন এমনভাবে পৃথিবীকে বাইচুঙ করে দেয় যেন কিছুটা সাজিয়ে নেওয়ার পরেও ভালোয় ভালোয় আর কটা দিন চলে যাওয়ার পরেও বুঝতে পারি না লেবু থেকে তার ভেন্টিলেটর খুলে রাখা ঠিক হচ্ছে কিনা খুলতে খুলতে আলতো করে ঠেলে দেওয়া জিভের উচিত হচ্ছে কিনা

খেয়াল করলেই দেখা যায় যেসব দেওয়ালে কুয়াশার ধ্বনি লেগে থাকে তার মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে জিভের আগায় কামনা একটা দৃশ্য হয়ে দৃশ্যের ভেতরে থেকেও যা দৃশ্যের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেকে সামলাতে সামলাতে আমিও তো সেই কবে থেকে

আমাকে তবুও দোষ দিও না অনেকের মতো করে দেখতেও চেয়ো না কীভাবে বলব তবলা ফুলের সঙ্গে ফুটে উঠতে উঠতে আর কোনো উপায় বের করতে না পেরে তার গন্ধের পেছনে ছুটতে ছুটতে কিছুটা দূর যেতেই মনে হল বিশ্রামের শব্দগুলো ঘাম দিয়ে লিখতেই হল

২

সেভাবে ধরতে গেলে তুচ্ছ কথাও বাঁক নিতে নিতে আমি বলি দু একটা গুণ নদী পর্যন্ত বয়ে যেতে দিলে তোমার আশেপাশে টানা টানা ব্রহ্মার এমন বৈরাগ্য যেন আজও কথার সঙ্গে তার ছায়ার সঙ্গে কিছুতেই যেন বলতে পারছি না সবটাই তো ভাসা ভাসা

শব্দের মুখে হাসি ফুটিয়ে যদি কেউ মন্ত্র এঁকে ফেলতে পারে তবে কেন বিকেল দিয়ে বিকেল ঢেকে রাখার বদলে ছায়ার ভেতর ছায়া ডেকে ওঠে আর তুমি সেই চেনা ডাকের কাজল চোখে লাগিয়ে চোখের চেয়েও যা কোনো অংশে বিকেল নয় এমন গাছে গাছে ফলের তুচ্ছতা ঝুলে থাকে

এরকম চলতে থাকলে মনে হয় মুগ্ধ না হয়ে বরং জড়িয়ে ধরার মুহূর্তে তোমার বৈদিক যুগ দেখে নিজেকে লঘু করে দিনরাত হাঁফাতে হাঁফাতে দেখিনি যে আগে কখনও এমন তো নয় তবুও কে গো তুমি এইসব কথা থেকে কেবল ধনেপাতা বেছে রাখো বিশুদ্ধ উচ্চারণে আমাকে শুধু চেয়ে দেখো

কাছে নও দূরেও নও অথচ দম দেওয়ার আগেই ঘড়ির গান্ধর্ব প্রথা যেমন সহজ তেমনই কাঁটা কাঁটা হবে নাই বা কেন খুলে ফেললেই তো কারা যেন ঘড়িকে লবণ দিয়ে মাখিয়ে শব্দের ভেতর আরও শব্দ হয়ে জুড়ে গেছে জুড়তে জুড়তে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে

বলতে শুরু করলেই রাগপ্রধান অমলেটের সুরে মূর্ছনা হয়ে বসে থাকতে থাকতে আকাশে একটু আধটু লোকজন ফুটে ওঠার পরে অবশ কথার ঝাঁকুনিতে জানি না কোথা থেকে এই স্তনপ্লাবিত জলে ঢেউ তুলে ঢেউ এর ভেতর থেকে তার নিজস্ব যা কিছু আমার তোমার ভেতরে

৩

ফুরোতে না চাইলেও ভনভন করে ডিপ্রেশন ঘোরে আর আমাকে ভাবিয়ে ছাড়ে কেন একটার পর একটা সন্ধ্যা চাপা পড়লে বিস্ময় শুয়ে থাকে কেন ছোটো ছোটো ময়ূরের পালক সেমিনারে অংশ নিতে গিয়ে এমন ভারী হয়ে যায় যেন ভারী সন্ধ্যাকে ঝুঁকে পড়া ডালপালার দীর্ঘশ্বাস বলে মনে হয়

খেয়াল না করলেও চ্যাপটা হাওয়ার সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে খেলতে তোমার দেখাও পেলাম দেখার জগতে আরেকটি দেখার জন্ম নেওয়ার সময় এলে নামমাত্র খাওয়া দাওয়ার পরে নক্ষত্র থেকে রস গড়িয়ে পড়ে নিষ্পাপ এই রসের জন্যই অন্ধকার চকচক করে

কে যেন আমাকে বলল এইসব চিন্তার মধ্যে কোনো হরিণ নেই বিশ্বাস করার মতো কোনো জঙ্গলও নেই কেননা সবকিছুর মধ্যে থেকে আমিই এই নগ্নতাকে আগলে রাখার সৌন্দর্যে অনর্গল হয়ে গেছি দিনের মতো এই লেখার সামনে বসে নক্ষত্রের আলো দিয়েই তোমার থুতনিতে একটা কৃষ্ণতিল ফুটিয়ে তুলছি

সত্যি বলছি তিলের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করার পেছনে আমার এই ফুরিয়ে যাওয়া এইভাবে তিরতির করে কাঁপতে থাকা বাংলা ভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে ভাষার প্রতিটি বুনো গলি ধরে চলতে চলতে কোথাও যদি তেন্ডুলকার পাতলা হয়ে যায় যদি রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপারগুলো হাওয়ার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আমার আঙুল ধরতে ভুলে যায়

ভুলে যাওয়ার আনন্দে হরিণের ব্যবহার আমাকে চমকে দিলে হরিণ বাজাতে বাজাতে এই ডিপ্রেশনকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়ে কী অদ্ভুত কী অদ্ভুত এক আননোন গগনের তলায় ঘোর মধুবন মাপতে মাপতে আমিও তো তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি ফুরোতে না চাইলেও ঘুমন্ত ময়ূর মেখে উথলে উঠি

৪

পাথরের মনোভাবে একটা পাখি এসে বসতেই দেখা গেল কোনো কিছুই আর ঘরের বাইরে নয় তবুও পাখির ডাকের ধাক্কায় কিছুটা সরে যেতে যেতে ফুলের আত্মার ভেতর জল জমে গেলে বর্ষাকালকে রাউন্ড ফিগারে নিয়ে কেউ তো খেয়াল করে না কেউ তো আর চাঁদের আলোর টেন্ডার ডাকে না

সকলের ক্ষেত্রে তেমনটা নাও হতে পারে নজর রাখার সময় তোমাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা না করে চেষ্টারা তো সেই চেষ্টাতেই তাদের এই অবস্থা তোমার কাছে খুব একটা প্রকাশিত হয়নি বলে নাভিদের ধর্মমতে প্রতেকটা নাভির পাশে নাভির পদবি বসিয়ে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল বুঝতে না পেরে হাতময় আমার টেবিল ছড়ানো

ধীরে ধীরে সব হাত বর্ষাকাল হয়ে গেলে বৃষ্টির জল দিয়েই তোমার কোমর তৈরি হয় বলে পুরোপুরি চেনা না গেলেও চোখের ভেতরে স্বদেশ সঞ্চার করে এমন পালং পালং দিনে লবের ঘরে নীরবতা আর হরের ঘরে বাবুসোনা রেখে

সোজা কথায় বিশ্বাস হারিয়ে আবার তো সেই তোমার কাছে আসতেই হল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দেওয়ালের কথালাপ দেখলেই চেনা যাচ্ছে টেবিলের দূর সম্পর্কের চেয়ারকে সহজেই কাছে ডেকে নেওয়া যাচ্ছে

আমার চেয়েও অনেক বেশি আমাকে এইসব কথা বলতে বলতে ফ্রয়েডের ডগা থেকে নেমে এলে পাখির ডাক চওড়া হয়ে যখন লিকার দেওয়া নাভির খুব ইচ্ছে হল যখন রাস্তায় পড়ে থাকা চুইংগামে এই পাখির ডাক আটকে গেল

৫

সেইভাবে কান পাতলে আকাশে তারা ফোটার শব্দ শুনতে পেয়ে এমন অনেক ধ্বনিময় ভেতরে যেতে যেতে তোমার গায়ের রং রোববারের সঙ্গে মিশে গেলে বলো কীকরে পরক্ষণকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে দেব কীকরে তোমার গলা থেকে আলোর অনুপ্রাস আলাদা করে দেব

সবাই যদি এভাবেই সবটুকু উজাড় করে দিয়ে উজাড় মা আর উজাড় বাবা ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার আলো নিভিয়ে দিতে পারে তবে ঝোপঝাড় থেকে কুশলতা বের করে তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো চিৎকার মানুষের অনেক গভীরে একে অপরের অনেক সুদূরে

গায়ে হাত দিলে রাতের কনুই ভোরের গায়ে ঠেকে থাকলে আমার মনে কী কী প্রভাব ফেলতে পারে বুঝে নিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ না হলেও এই লজ্জায় যে করেই হোক না কেন নিজেকে ফিরে পেয়ে লজ্জার কাঁধে এই স্বচ্ছতা ঝোলে স্বচ্ছতার ভেতর থেকেই রাক্ষস বেরিয়ে আসে

ঠিকঠাক বেরিয়ে এলে এখানে ওখানে জমে থাকা প্রচ্ছন্নতা তার দেশ পেরোনো শব্দ আর শব্দ পেরোনো আকাশের সেই কবেকার চাপা গন্ধ সহ্য করতে না পেরে মানুষের মুখে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় ফুটবে ফুটবে বলে মনে করেও শেষমেশ শূন্য হয়ে গিয়ে

জানি না কীভাবে এর পরেও খালি গলায় বারান্দায় আলো এসে পড়ে আর এই শূন্যতাকে নিরাবরণ করতে গিয়ে অনন্তের ওপারে তোমাকে নিয়ে যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখা মহিলা বাষ্প কেমন মায়াময় কেমন পরক্ষণ দিয়ে আমাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে